করুণার মাথার খুলি

প্রথম পৃষ্ঠা থেকে

রেখেগেছে।

গুরুতর আহত কমপক্ষে ২০জন। ৮জন খুলনা শহরের নাহার ক্লিনিকে পুলিসের হেফাজতে চিকিৎসাধীন। আরো ১২জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হামলাকারীদের পক্ষে গ্রেপ্তার মাত্র একজন। জমি দখলের বিরোধিতাকারী গ্রামবাসীদের ৪৬ জনকে আসামী করে পাইকগাছা থানায় ঘটনার দিনই মামলা দায়ের করেছে জনৈক আব্দুল খালেক, ওয়াজেদ আলীর 'জুয়েল ফিশ প্রডাক্টস লিঃ' এর কর্মচারী।

হামলার পরে হরিণখোলায় পুলিস ক্যাম্প বসেছে। তবে গ্রামবাসীরা বলেন, পুলিস তাদেরই হয়রানি করছে, সন্ধ্যার পরে বাড়ি থেকে বের হতে দিচ্ছে না, মাছ ধরে রুজি-রোজগারের পথবন্ধ।

আক্রমণের শিকার ভূমিহীন গ্রামবাসীদের পক্ষে আইনগত পদক্ষেপ একটিই নেওয়া হয়েছেঃ হতভাগিনী করুণা সরদারের কিশোর পুত্র অজিত কৃষ্ণ ঘটনার পরের দিন পাইকগাছা থানায় মামলা দায়ের করেছে। কেউ একজন সাদা কাগজে অজিতের স্বাক্ষর নিয়ে অভিযোগ লেখে, যার ফলে এফআইআর-এ মূল আসামী হওয়ার যোগ্য ওয়াজেদ আলীর নাম নাই। গ্রামবাসীরা সেটা প্রত্যাহার করে নতুন মামলা দিতে চাইলে পুলিস নেয় না। তবে একটি সংশোধনী গ্রহণ করেছে।

অত্যন্ত লাভজনক চিংড়ি চাষের জন্য ঘের তৈরি করতে ভূমিহীনদের লিজ পাওয়া জমি সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে দখলের আরো একটি অধ্যায়ে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার ২২ নং পোল্ডারের অন্তর্ভুক্ত দেলুটি ইউ-নিয়নের হরিণখোলা গ্রামে ডিঙ্গি বুড়া নদীর (খাস খাল) তীরে গত ৭ নভেম্বর নির্মম পাশবিকতা ও নিপীড়নের এই ঘটনা ঘটেছে। মান-বাধিকার সংগঠন, এনজিও কর্মী ও সাংবাদিকদের তথ্যানুসন্ধানে ঘটনার বিবরণজানা গেছে।

এই বিবরণে প্রকাশ, ২৯টি ঘেরের মালিক প্রভাবশালী চিংড়ি ব্যবসায়ী ওয়াজেদ আলীর প্রেরিত আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত দল ৫টি স্পিডবোট নিয়ে ঐ গ্রামে ভূমিহীনদের লিজের জমি দখল করে একটি কালী মন্দিরের পাশে ঘর তুলতে গেলে গ্রামবাসীরা খবর পেয়ে ছুটে আসে। গুণ্ডারা গ্রামবাসীদের উপর গুলি ছোড়ে ও বোমা ফেলে। এতেই করুণা সরদার নিহত হয়। তাকে 'নিখোঁজ' বলে ঘটনা অন্যরকম সাজানোর চেষ্টা চলছে।

নেদারল্যান্ডসের সাহায্যে বদ্বীপ উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত ঐ এলাকায় চিংড়ি চাষ নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রভাবশালী ওয়াজেদ আলী বেআইনীভাবেই ওখানে চিংড়ি চাষ করতে চান।

খুলনা শহরের 'নিরালা' এলাকায় সুরম্য অট্টালিকায় বসবাসকারী ওয়াজেদ আলী খুলনা জেলা জাতীয় পার্টির কোষাধ্যক্ষ। প্রশাসন, বিশেষতঃ পুলিসকে হাত করে তিনি মামলা প্রভাবিত করে বেআইনী চিংড়ি ঘের রাজত্ব সম্প্রসারণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। গ্রামবাসীদের আশঙ্কা, অত্যন্ত প্রভাবশালী এই ব্যক্তি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

ইতোমধ্যে রাজনৈতিক শক্তি ও প্রকল্প এলাকায় ভূমিহীনদের সহায়তাকারী এনজিও 'নিজেরা করি'র উদ্যোগে হরিণখোলায় প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে। ১৫ হাজার লোকের প্রতিবাদসভা হয়েছে। প্রতিরোধ কমিটি হয়েছে।

এ সম্পর্কে বাংলাদেশ মান-বাধিকার সমন্বয় পরিষদের ফিলিপ গাইন, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের টিপু সুলতান, জিএসএস-এর এস এস রহমান, 'নিজেরা করি'র মাসুদ বিবাগীর সংগৃহীত তথ্যের সহায়তায় আমাদের খুলনা প্রতিনিধি অমল সাহার একটি আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।